বিদ্রোহী

আসাদুল্লাহ আসাদ

আলোর ঠিকানা
প্রকাশনী

লেখকের কথা

ষষ্ঠ শ্রেণি। পড়ার টেবিলে বসে খাতার শেষ পৃষ্ঠায় নিজের অজান্তেই আট লাইন ছন্দের মিল। স্কুলে গিয়ে বন্ধুদের দেখালে তাদের উৎসাহে লেখার আগ্রহ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তারপর থেকে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্ধুদের কাছে এবং শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের কাছে আমার ডাকনাম হয়ে গেল 'কবি'। দীর্ঘদিন লেখালিখি করলেও বই প্রকাশ করা হয়নি। কারণ আমি চেয়েছি, লেখালিখিতে আরো পরিপক্ক হই। এ বছর শুভাকাঙ্ক্ষীদের এবং শিক্ষার্থীদের জোর আবেদন নাকচ করতে না পেরে বই প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়া।

'বিদ্রোহী'। গ্রন্থটির নাম 'বিদ্রোহী' দেওয়ার কারণ হলো— বইটিতে উঠে এসেছে সমাজের নানা ধরনের অসঙ্গতি, অন্যায় এবং জুলুমের বিরুদ্ধে ছন্দ ও লয়ে প্রতিবাদ। 'বিদ্রোহী-২' নামক কবিতাটি প্রিয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর 'বিদ্রোহী' কবিতার ধারায় লেখা, তাই এটি 'বিদ্রোহী-২' নামে উল্লেখ করা হয়েছে।

বইটিতে উঠে এসেছে— দেশকে সিন্ডিকেটের জালে আটকে ফেলার চিত্র। তুলে ধরা হয়েছে— হুজুর বা আলেমদেরকে ছোটো করার প্রতিবাদ। রয়েছে— ইসলাম বিদ্বেষীদের বিরুদ্ধে হুংকারের ধ্বনি, নেতাকে খুশি করা খয়ের খাঁ-দের কথা, মুসলমান হয়ে তার শান নষ্ট করার চিত্র। উল্লেখ করা হয়েছে— অধিক জ্ঞানার্জনে মূর্খের বদন। তুলে ধরা হয়েছে— মায়ের কথা এবং কিছু নারীর করুণ কান্নার নিগূঢ় শব্দ।

এমনকি উঠে এসেছে— আমাদের ইমানের দুর্বলতা, মসজিদের কমিটিদের কাছে ইমাম ও মোয়াজ্জিনের জিম্মি থাকার চিত্র। রয়েছে— প্রবাসী ভাইদের কষ্ট ছন্দ।

এসেছে— বান্দার হকের গুরুত্ব, নিছক দুনিয়া এবং অবধারিত কবরের রিমাইন্ডার। উঠে এসেছে— শিক্ষক শব্দকে অপমান করার দৃশ্য, তলবে এলেমদের বিষাদ সুর, নেয়ামত ও মঙ্গলের অনুসন্ধান। নামাজ ও ইসলামের মাহাত্ম্য কথা। আছে— স্রষ্টার সৃষ্টি রহস্য ছন্দ, ইত্যাদি।

এই বইটির একটি শব্দও যদি কারো মধ্যে অন্যায় থেকে সরে আসার বা শাশ্বত পথে হাঁটার কিঞ্চিত কারণ হয়; তবে আমার এ লেখা সার্থক হবে, ইনশাআল্লাহ।

আসাদুল্লাহ আসাদ

সূচীপত্র

- মৃত্যু লগন ১১
- সিন্ডিকেট ১২
- মা ১৪
- বিদ্রোহী–২ ১৬
- নারী ২২
- সৃষ্টি পাড়া ২৪
- মৌলবাদী ২৫
- হুংকার ২৭
- খয়ের খাঁ (রণ সংগীত) ২৯
- তুমি কেমন মুসলমান? ৩০
- মূর্খের জ্ঞানী ৩৪
- ইমান ৩৬
- চুলকানি ৩৯
- মসজিদের কর্মচারী ৪১
- প্রবাসী ৪৩
- কবর ৪৫
- সুস্থতার নেয়ামত ৪৬
- মঙ্গল ৪৭
- শান্তির আহ্বান ৪৮
- জীবনের সার্থকতা ৪৯
- ইচ্ছা জাগে ৫০
- বান্দার হক ৫২
- দলাদলি ৫৪
- হে তরুণ ৫৬
- দুনিয়া ক্ষেত্র ৫৭

- নামাজ ৫৯
- সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা ৬১
- ইসলাম ৬২
- নব সূচনা (রণ সংগীত) ৬৩
- নিষ্ঠুর (বিদ্রোহী) ৬৪
- পাখি ৬৬
- কবি আমি ৬৭
- গুরু ৬৯
- তলবে এলেম ৭১
- ধৈর্য ৭৪
- ইচ্ছা করে ৭৫
- চিত্তের রাজ্য ৭৬
- ক্ষুধার্ত ৭৮
- খল ইবাদত ৭৯
- গ্রাম্যকাল ৮০

মৃত্যু লগন

সহসা আসবে ঘোর অন্ধকার আমার জীবন ঘেরে,
এক ফুৎকারে নিভবে বাতি আলোর ভুবন ছেড়ে।
মাইকেতে দেবে ঘোষণা শোনো–অমুকের সন্তান,
ইহকালের যাত্রা শেষে, করছে সে প্রস্থান।
কুরআন পড়বে, খতম দেবে বিদায়ের তাড়াহুড়া
আত্মা আমার দেখে সবই, হবে আত্মহারা।

কেহ হাঁটবে বাঁশ কাটতে কেহ ভাঙবে নিম,
আহা! কী করুণ দৃশ্য রটবে বিদায়ের অন্তিম।
হৃদয় ছিঁড়ে কাঁদবে আপন হারিয়ে আপন-ধন,
তবু কেহ মোরে আদর করে রাখবে না বেশি ক্ষণ।
রাখবে না কেহ মোহ মেখে, নিত্য আপন জন
আসবে না আর কোনো কাজে অর্থ-কড়ি-ধন।

এই তো সেদিন ক্ষমতাবলে অসহায় ওই গালে
দিয়েছি আঘাত বিনা কারণে, সবল থাকা কালে।
একদা তনুতে বল ছিল আর রক্ত ছিল গরম
আহা! সে তনু নিস্তেজ আজ দুর্বল অতি চরম।
জীবনে গোপনে দ্যোতনে গহিনে করেছি শত পাপ,
সেগুলো মনে উঠেছে ভেসে, পাব নাকো বুঝি মাফ।
নষ্ট করেছি কতশত হক, হয়নি তবুও লাজ
ক্ষমতাবিষে ডুবে শেষে, অসহায় আমি আজ!

ওগো দয়াময়, আমি নিরুপায়, আমলে গরিব নেহাত,
তোমার চরণে লুটে করব আমলের সাথে আঁতাঁত।
এমন মিনতি শত আকুতি, বিফল আস্ফালন
চিত্ত যতই কাঁদুক করুক দিঘল সঞ্চালন।
নিগূঢ় পীড়ায়, বোবা ব্যথায়, কবজ করবে জান
তব বেদনায় এক হবে, ভূতল সাত আসমান।
জীবন বাহন পেয়ে আমি, ছুটেছি শূন্য পিছু,
আজ, দুই মুহুরির দলিল ছাড়া; যাবে নাকো সাথে কিছু।

সিন্ডিকেট

কোন দেশে থাকি আমি, দেশে নাকি কামড়ায়?
সরকার বদলালে ইতিহাস বদলায়।

উত্থানে লাথি দিয়ে ইতিহাস পালটাই
কোটি টাকা খরচে নেমপ্লেট বদলাই।

'রাজনীতি' ভেঙে গিয়ে 'নীতিরাজ' হয়েছে
লাথিতে উত্থান খুঁটি, বনিয়াদ ফেটেছে।

অতিশয় জিডিপিতে পথশিশু কাতরায়!
ময়লার ভাগাড়ে খুঁজে পচা ভাত খায়।

দিনদিন জাতীয় ঋণ সবৃদ্ধিমূলে
শতকোটি পাচারে দেশ রসাতলে।

প্রবাসী যোদ্ধারা রেমিট্যান্স পাঠিয়ে
রেখেছেন বনিয়াদ কোনোমতে টিকিয়ে।

বেকারের পাতাটায় ভরপুর ক্লান্তি,
মেধাবীরা দেশ ত্যাগে পায় যেন শান্তি।

রাস্তায় বের হলে ঝুঁকি আসে তেড়ে
এই বুঝি নব ঝুঁকি, দেবে মোরে মেরে।

কতশত গাফিলতি কেড়ে নেয় প্রাণ,
ব্যাবসায় কোটি ক্ষতি, ব্যবসায়ী ম্লান।

গরিবের হাহাকার, কাটে দিন পান্তায়
প্রতিনিধি গদি নিয়ে কৌশলী চিন্তায়।

লুটেপুটে চেটে তটে, ডাকাতেরা লুটছে
গরিবের ভিটে পিঠে অসহায় জুটছে।

সরকার দিলে ত্রাণ গরিবের জন্য
মাঝপথে অর্ধেক ডাকাতের অন্ন।

আমেরিকা-কানাডায় বাড়ি-গাড়ি বানাতে
নয়-ছয় ফাইলে, কলমের খোঁচাতে।

কানে আসে ক্ষুধা সুর, পথশিশু কণ্ঠে
মানবতা কত দূর এ শিকল ভাঙতে?

মা

পৃথিবীতে যত 'সুন্দর' আছে, সব সুন্দর দলে
ডুবে যাবে সব সুন্দর 'মা সুন্দর' তলে।
পৃথিবীতে যত 'মায়া' আছে, সকল মায়াকানন,
একদিনের 'মায়ের মায়া' করবে তাকে ধাবন।
শুভ্রতারই পরশমাখা কোমল হৃদয় তাঁর,
নির্ভরতার এমন প্রতীক উর্বীতে নাই আর।
আপন পানে সুখ আননে–চিত্ত ব্যাকুল রাখে,
আড়াল থেকে শান্তি এঁকে নিভৃত মা থাকে।
মা হলো ভালোবাসার অমূল্য রতন,
যেথায় আছে ভালো লাগার লক্ষ-কোটি মায়াবন।

কিশোরী মেয়েটার স্বাধীনতা, সেদিনই যায় চলে
যেদিন সে জানতে পারে মা হবে সে বলে।
পৃথিবীতে আনতে শিশু প্রসবব্যথা জাগে
বিশটি হাড় একত্রে ভাঙলে যেমন লাগে।
আসলে শিশু দুনিয়াতে, নির্ঘুম মা দিনে-রাতে
কত যে রাত হয় প্রভাত! নেত্র পাতা বোঝায়–
প্রস্রাব করলে বারবার, শুকনোতে রেখে আবার
এপাশ-ওপাশ হয়ে মা ভেজা পাশে ঘুমায়।
সন্তান যত বড়ো হয় মায়ের বাড়ে চিন্তা,
প্রতিটি ভোরে কামনা করে ভালো কাটুক আজ দিনটা।

সন্তান যত বড়োই আর বিরাট সাহেব হলে
মায়ের মন চিত্তবদন ডাকে 'খোকা' বলে।
শিক্ষাগ্রহণে, কর্মবনে থাকলে খোকা দূরে
গোপনে দ্যোতনে মায়ের মনে 'খোকা' নামে ডাক ধরে।
ঘরের কোনায় নেত্র ভেজায় প্রার্থনারই ছলে,
মায়ের চিত্ত হয় রিক্ত খোকার বিপদ হলে।

রান্না শেষে, হিসেব কষে থাকলে নিজে রাখে,
সবার খাবার নিশ্চিত করে যতটুকু ভাত থাকে।
মায়ের মন বোঝে কজন, মা যে শুধু মা-ই
অমূল্য মা, প্রফুল্ল মা, মা-সম কিছু নাই।
ক্লান্তি যাবে, শান্তি পাবে, মহৎ মহিমা
অবনি মাঝে যখনই খুঁজে পাবে একটা 'মা'।